

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, সোমবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ৩০ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-34 16 November 2026 ◆ Monday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



অসমের উন্নয়নে ইইউর সঙ্গে বৃহত্তর সহযোগিতার উদ্যোগ

ইউরোপীয় বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হিমন্তের সঙ্গে বৈঠকে রাষ্ট্রদূত

গুয়াহাটি : অসমের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত খুলতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত জঁ-এরিক পাকে। সোমবার দিসপুরের লোকসেবা ভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং জনসম্পর্ক বৃদ্ধির বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রস্তাবিত ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) কীভাবে অসম ও ইউরোপের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে সহায়ক হতে পারে, তা-ও আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পাকে জানান, আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।



বিশেষ করে অসমের ‘ব্লু ভ্যালি’ উদ্যোগকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অসম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতার পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘অসম ব্লু ভ্যালি আমাদের প্রথম পরীক্ষামূলক উদ্যোগ। একসঙ্গে আরও কী কী করা সম্ভব, এটি তার কেবল সূচনা।’

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও বৈঠকটিকে সৌহার্দ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করে জানান, পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর উপায় নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। অসমের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

উল্লেখ্য, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রচেষ্টা চলছে। গত ১০ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে সপ্তম ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্ব পর্যালোচনা বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি নিয়ে পর্যালোচনা হয়।

সোনারিতে যাত্রীবোঝাই টাটা এস দুর্ঘটনাগ্রস্ত, আহত ২১

সোনারি : অসমের চরাইদেও জেলার সোনারির বরহাটে যাত্রীবোঝাই একটি টাটা এস গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারলে অন্তত ২১ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গেছে, পণ্য পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটির খোলা পেছনের অংশে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বরহাট এলাকায় আচমকা চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে রাজাপুখুরি জেলা অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর আহত ১২ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডিব্রুগড়ের অসম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ডিজে মামলায় রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ, সুরক্ষা চেয়ে ফের হাইকোর্টে অভিষেক

কলকাতা : ডিজে বাজানো নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া মামলায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হতেই ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেফতারির আশঙ্কা এড়াতে রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। আগামী শুক্রবার এই আবেদনের শুনানি হবে। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ডিজে বাজানো নিয়ে অভিষেকের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উস্কানির অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। তদন্তে নামে সিআইডি। গ্রেফতারির আশঙ্কায় আদালতের দ্বারস্থ হলে গত ২১ মে তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেওয়া হয়। পাশাপাশি তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। গত ৬ নভেম্বর সেই সুরক্ষার মেয়াদ শেষ হয়। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেকের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আদালতকে কেন জানানো হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। আইনজীবী বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত বলে জানিয়ে শুনানির আর্জি জানান।



মণিপুরে নিরাপত্তা জোরদার, পাঠানো হল সিআরপিএফের এক হাজারেরও বেশি জওয়ান

ইম্ফল : দীর্ঘদিনের জাতিগত সংঘাতের জেরে অশান্ত মণিপুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে এক হাজারেরও বেশি সিআরপিএফ জওয়ানের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করল কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই পদক্ষেপ বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। সূত্রে খবর, সিআরপিএফ সদর দফতরের নির্দেশে নতুন ব্যাটালিয়নটি মণিপুরে পাঠানো হয়েছে। ২০২৩ সালের মে মাসে জাতিগত সংঘাত শুরুর পর থেকেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে সিআরপিএফের জঙ্গলযুদ্ধ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোবরা বাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়ন, নিয়মিত সিআরপিএফ ইউনিট এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স মোতায়েন রয়েছে।



নতুন বাহিনীর জন্য আবাসন, পরিবহণ ও রসদের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, আরও অন্তত তিনটি আধাসামরিক ব্যাটালিয়ন মণিপুর অথবা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় মোতায়েনের প্রস্তাব রয়েছে।

মায়ানমার থেকে মাদক পাচার: শিলচরে এনআইএর জালে আন্তর্জাতিক চক্রের মূলচক্রী

শিলচর : মিয়ানমার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাদক পাচারের অভিযোগে শিলচর থেকে নুরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মিজোরামে ৩০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা মূল্যের মেথামফেটামিন উদ্ধারের ঘটনায় তাঁকে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের অন্যতম মূল পরিকল্পনাকারী বলে দাবি তদন্তকারীদের।



কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, রবিবার শিলচর থেকে নুরুলকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার তাঁর গ্রেফতারের কথা প্রকাশ্যে আনে এনআইএ। তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ফোন, মেমোরি কার্ড-সহ একাধিক ডিজিটাল সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাসে মিজোরামে ২৩৬.৩৩ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য ৩০.৭২ কোটি টাকা। ওই ঘটনায় তদন্তে নেমে মিয়ানমার থেকে ভারতে মাদক পাচারের আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্কের সন্ধান পায় এনআইএ।

এই মামলায় এর আগে পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে সংস্থাটি। তাঁদের মধ্যে দুজন মিজোরাম, দুজন ত্রিপুরা এবং একজন অসমের বাসিন্দা। নুরুলের গ্রেফতারের পর পাচার চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত করতে তদন্ত জোরদার করেছে এনআইএ। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

ত্রিপুরায় জনগণনা ২০২৭-এর দ্বিতীয় পর্ব শুরু ২৫ জানুয়ারি

কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক, আগরতলা : ত্রিপুরায় আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে জনগণনা ২০২৭-এর দ্বিতীয় পর্ব। চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর আগে ১০ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত নাগরিকদের স্ব-গণনার সুযোগ দেওয়া হবে। শুক্রবার এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের জনগণনা কার্যক্রমের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। তিনি জানান, দ্বিতীয় পর্বে জনসংখ্যার পাশাপাশি মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, অভিবাসন এবং প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। মোট ৪০টি প্রশ্নের মাধ্যমে এই তথ্য নেওয়া হবে। গৃহহীনরাও জনগণনার আওতায় আসবেন। এর আগে গত আগস্টে প্রথম পর্বে বাড়িঘর ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

রতন বিশ্বাস জানান, ২০২৭ সালের জনগণনা হবে দেশের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনগণনা। মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক প্রযুক্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ উপলক্ষে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে প্রশাসনিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মুখ্যসচিব নির্ভরযোগ্য জনগণনা-তথ্যকে সরকারি নীতি নির্ধারণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বলে উল্লেখ করেন।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

সোমবার, ৩০ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

মূল্যবৃদ্ধির চাপে সাধারণ মানুষ

জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা কমলেও মূল্যস্ফীতির চাপ কাটার সম্ভাবনা নেই। দুই বছরের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্যবৃদ্ধি শুধু অর্থনীতির পরিসংখ্যান নয়, সাধারণ পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা ও সংসারের হিসাবেও তার সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি আবারও দেশের অর্থনীতির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। গত মাসে খুচরো মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ৬.০৯ শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। আরও উদ্বেগের বিষয়, এই হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্ধারিত ৬ শতাংশের ঊর্ধ্বসীমাও অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার চাপ এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনও সমস্যা নয়; তা সরাসরি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়কে প্রভাবিত করছে।

মূল্যস্ফীতির প্রকৃত অভিঘাত বোঝার জন্য শুধু সরকারি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে চলবে না। মাসের শেষে সংসারের খরচ মেলাতে গিয়ে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারকে যে টানাপড়েনের মধ্যে পড়তে হচ্ছে, সেটিই এই সংকটের বাস্তব ছবি। খাদ্যসামগ্রী, রান্নার উপকরণ, পরিবহণ এবং দৈনন্দিন পরিষেবার ব্যয় বাড়লে সীমিত আয়ের মানুষের হাতে সঞ্চয়ের সুযোগ ক্রমশ কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খরচ কমানো ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনও পথ থাকে না। ফলে মূল্যবৃদ্ধি শুধু বাজারের সমস্যা নয়, তা মানুষের জীবনযাত্রার মান ও আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গেও জড়িয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গত অক্টোবরে নীতিগত রেপো রেট বাড়িয়ে ৫.৫ শতাংশ করা হয়েছে। আগামী মাসের গোড়ায় মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠকে সুদের হার আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বৃদ্ধি একটি প্রচলিত আর্থিক হাতিয়ার। ঋণের খরচ বাড়িয়ে বাজারে চাহিদার চাপ কমানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এর অন্য দিকটিও উপেক্ষা করা যায় না। গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ কিংবা ব্যক্তিগত ঋণের কিস্তি বেড়ে গেলে সাধারণ ঋণগ্রহীতাদের মাসিক ব্যয়ের বোঝা আরও বাড়বে। যাঁরা ইতিমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির কারণে চাপে রয়েছেন, তাঁদের কাছে এই অতিরিক্ত দায় নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে সাম্প্রতিক পতন কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত দিলেও তা থেকে দ্রুত মূল্যস্ফীতি কমে যাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। জ্বালানির দাম পরিবহণ ও উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত। তেলের দাম কমলে পণ্য সরবরাহের খরচ কমার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু সেই সুবিধা খুচরো বাজারে পৌঁছতে সময় লাগে। আবার আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা, সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যা এবং খাদ্যপণ্যের দামের অস্থিরতা মূল্যস্ফীতিকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

এখানেই সরকারের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধু সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা যথেষ্ট নয়। খাদ্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধ, বাজারে নজরদারি জোরদার করা এবং কৃষিপণ্যের পরিবহণ ও বণ্টন ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করার দিকে নজর দিতে হবে। একই সঙ্গে উৎপাদন ও সরবরাহের খরচ কমানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের দামে অস্বাভাবিক ওঠানামা রুখতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় জরুরি।

নীতিনির্ধারকদের সামনে এখন দ্বৈত চ্যালেঞ্জ;একদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখা। সুদের হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলে তার প্রভাব কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, ঋণগ্রহণ এবং পারিবারিক ব্যয়ের উপর কতটা পড়বে, সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। একইভাবে, মূল্যবৃদ্ধি কমানোর নামে এমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়, যা অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে।

অর্থনীতির স্থিতিশীলতা কেবল প্রবৃদ্ধির হার দিয়ে বিচার করা যায় না। বাজারে দাম কতটা নাগালের মধ্যে থাকছে, সাধারণ মানুষের আয় দিয়ে প্রয়োজনীয় খরচ মেটানো যাচ্ছে কি না, সঞ্চয়ের সুযোগ থাকছে কি না; এসবও সমান গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বাজারদর স্থিতিশীল রাখা এবং মূল্যস্ফীতির বোঝা সাধারণ মানুষের উপর আরও চেপে বসতে না দেওয়া। পরিসংখ্যানের উন্নতির পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি ফিরলেই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রকৃত অর্থ প্রতিষ্ঠিত হবে।

দিল্লি ২০৪৭: স্বপ্নের নকশা নয়, বাস্তবায়নের সাফল্যেই নির্ধারিত হবে রাজধানীর ভবিষ্যৎ

কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক

দিল্লির ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনার অভাব কোনও দিনই ছিল না। একের পর এক মাস্টার প্ল্যান, উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরিকাঠামো সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি এসেছে। কিন্তু পরিকল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধানও বারবার সামনে এসেছে। কোথাও জমি অধিগ্রহণ ও একত্রিত করার জটিলতা, কোথাও সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, আবার কোথাও আবাসন ও নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দীর্ঘসূত্রতা;সব মিলিয়ে রাজধানীর উন্নয়ন প্রত্যাশিত গতি পায়নি। এই পরিস্থিতিতে ২০২৬ থেকে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য তৈরি নতুন মাস্টার প্ল্যান দিল্লির সামনে এক বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে কাগজে আঁকা উন্নয়নের রূপরেখা কত দ্রুত সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, তার উপর।

নতুন মাস্টার প্ল্যানের মূল লক্ষ্য আবাসন, পরিবহণ, জমির ব্যবহার এবং পরিকাঠামো উন্নয়নকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা। পুনর্বিকাশ, গণপরিবহণকেন্দ্রিক উন্নয়ন বা ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট (টিওডি), ল্যান্ড পুলিং, উচ্চ ঘনত্বের করিডর এবং শহরের প্রান্তবর্তী এলাকার পরিকল্পিত সম্প্রসারণ;এই পাঁচটি ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মেট্রো, রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (আরআরটিএস) এবং রেল যোগাযোগের আশপাশে আবাসন ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এতে যাতায়াতের দূরত্ব কমবে, ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং জমির ব্যবহার আরও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আবাসন ক্ষেত্রে পরিকল্পনাটি যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী। টিওডি এবং উচ্চ ঘনত্বের করিডর মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ নতুন আবাসন ইউনিট তৈরির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এর মধ্যে মেট্রো করিডরের আশপাশে ১৮ লক্ষ এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট করিডরে ২ লক্ষ আবাসন তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। মেট্রো লাইনের দু'পাশে ৫০০ মিটার পর্যন্ত এবং আরআরটিএস ও রেল স্টেশনের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের এলাকাকে টিওডি অঞ্চলের আওতায় আনা হয়েছে। এই এলাকাগুলিতে ফ্লোর এরিয়া রেশিও (এফএআর) সর্বোচ্চ ৫০০ পর্যন্ত করা যাবে। পাশাপাশি, অন্তত ৬৫ শতাংশ আবাসন সাশ্রয়ী মূল্যে রাখার শর্তও রয়েছে।

এই উদ্যোগের পিছনে যুক্তি হল, কর্মস্থল, বাসস্থান এবং পরিবহণের মধ্যে দূরত্ব কমানো গেলে যানজট ও দূষণের চাপ অনেকটাই কমানো সম্ভব। কিন্তু শুধু বহুতল আবাসন নির্মাণ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। পানীয় জল, নিকাশি, বিদ্যুৎ, রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত না করে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা গড়ে উঠলে নতুন সংকট তৈরি হতে পারে। তাই আবাসন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা কতটা সময়মতো পৌঁছচ্ছে, তার উপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

জমি একত্রিত করে নতুন শহরাঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনাও মাস্টার প্ল্যানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। দিল্লির মোট আয়তনের প্রায় ১৩.৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমি পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত হয়েছে। জমির মালিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রকল্পের নূনতম আয়তন ২০ হেক্টরে নামিয়ে আনা হয়েছে। একাধিক পদ্ধতিতে জমি একত্রিত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। জমির মালিকদের মধ্যে সমঝোতা না হলে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ) উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে পারবে। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা, সবুজ এলাকা এবং নাগরিক পরিকাঠামো তৈরির প্রস্তাবও রয়েছে। তবে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় কাটেনি। নির্ধারিত জমির মধ্যে প্রায় ৭, ৯৩৯.৭ হেক্টর জমির মালিক, অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪৬.৭ শতাংশ, অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখিয়েছেন। ২০১৩ সালে বিজ্ঞাপিত এবং ২০১৮ সালে সংশোধিত আগের ল্যান্ড পুলিং নীতিও প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। নতুন নীতিতে নমনীয়তা বাড়ানো হলেও জমির মালিকদের আস্থা অর্জন, মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ মেটানো এবং প্রকল্পের আর্থিক কাঠামো নিশ্চিত করাই হবে বড় পরীক্ষা। আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা না নিলে নতুন পরিকল্পনাও দীর্ঘসূত্রতার শিকার হতে পারে।

আবাসন সরবরাহের ক্ষেত্রেও দিল্লির সামনে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ডিডিএ ৭১টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪.৩১ লক্ষেরও বেশি ফ্ল্যাট তৈরি ও বিক্রি করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১১,৭৬৪টির বেশি ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু নতুন আবাসন তৈরির পাশাপাশি পুরনো সম্পত্তির প্রশাসনিক জটিলতা দূর করাও জরুরি। প্রায় ২ লক্ষ ৬০০টি আবাসন ইউনিট এখনও লিজহোল্ড থেকে ফ্রিহোল্ডে রূপান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের সার্থকতা শুধু নতুন ফ্ল্যাটের সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। সাশ্রয়ী মূল্যে উপযুক্ত জায়গায় বাড়ি পাওয়া এবং বিদ্যমান আবাসন ব্যবস্থাকে কার্যকর করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পুরনো দিল্লির পুনর্বিকাশের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পুনর্গঠনের জন্য চিহ্নিত হয়েছে। পুরনো ও অব্যবহৃত জমি এবং পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে নতুন আবাসন ও নাগরিক পরিষেবা গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে পুনর্বিকাশের নামে পুরনো বাসিন্দাদের উচ্ছেদ কিংবা তাঁদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত পরিকাঠামো নষ্ট করা চলবে না। স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ এবং যথাযথ পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা ছাড়া এই উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ দিল্লির ঝুপড়ি ও বস্তি এলাকাগুলির ক্ষেত্রে। ডিডিএ এবং ল্যান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের জমিতে থাকা ৩৭৬টি ঝুপড়ি বসতিতে প্রায় ১.৭২ লক্ষ মানুষের বাস। অথচ এখনও পর্যন্ত পুনর্বাসন বা স্থানান্তরের ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র ৪, ৯৬৭ জনের। নতুন পরিকল্পনায় এফএআর এবং পুনর্বাসন ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বদলে প্রকল্পগুলিকে আর্থিকভাবে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বস্তিবাসীর কাছে উন্নয়নের অর্থ শুধু নীতিগত ঘোষণা নয়। তাঁদের প্রয়োজন নিরাপদ বাসস্থান, পানীয় জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, স্কুল-হাসপাতাল এবং কর্মস্থলে পৌঁছনোর সাশ্রয়ী ব্যবস্থা। এই মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ না হলে উন্নয়নের সুফল সমাজের বড় অংশের কাছে পৌঁছবে না।

পরিবেশ সংরক্ষণও নতুন মাস্টার প্ল্যানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ডিডিএ-র অধীনে রয়েছে প্রায় ১৬,৮০৭ একর সবুজ এলাকা, যার মধ্যে পার্ক, জীববৈচিত্র্য উদ্যান এবং যমুনার বন্যাপ্রবণ অঞ্চল রয়েছে। নদীর তীরবর্তী এলাকায় ১৩টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। যমুনার ধার বরাবর ৫২ কিলোমিটারেরও বেশি সাইকেল ট্র্যাক তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। তবে পরিবেশবান্ধব শহর গড়তে শুধু সবুজ প্রকল্প ঘোষণা যথেষ্ট নয়। নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলাভূমি রক্ষা, বায়ুদূষণ কমানো এবং নির্মাণকাজের পরিবেশগত প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সব মিলিয়ে ২০৪৭ সালের দিল্লিকে পরিকল্পিত, বাসযোগ্য, পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক মহানগর হিসেবে গড়ে তোলার একটি বিস্তৃত রূপরেখা দিয়েছে নতুন মাস্টার প্ল্যান। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা তৈরি করা যতটা সহজ, তা বাস্তবায়ন করা ততটাই কঠিন। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, জমি সংক্রান্ত জটিলতার নিষ্পত্তি, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং প্রকল্পের সময়সীমা মেনে কাজ শেষ করার উপরই নির্ভর করবে সাফল্য।

বিজেপির বিরুদ্ধে ‘উইচ হান্ট’-এর অভিযোগ বিমল আকোইজামের

রাহুল গান্ধীর তোলা ইস্যু থেকে নজর ঘোরাতেই ভিত্তিহীন অভিযোগ

কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক, ইম্ফল : তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ‘উইচ হান্ট’ বা পরিকল্পিত হেনস্থা বলে আখ্যা দিলেন মণিপুরের কংগ্রেস সাংসদ আঙ্গোমচা বিমল আকোইজাম। বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ ছড়াচ্ছে এবং এর মাধ্যমে কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থেকে জনদৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তাঁর।

সোমবার এই বিতর্কে মুখ খুলে আকোইজাম বলেন, অভিযোগগুলির কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই জেনেও বিজেপি তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করে চলেছে। তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে এই অভিযোগকে সামনে এনে তাঁর বক্তব্য ও রাজনৈতিক ভূমিকা খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে।



আকোইজামের কথায়, আমি বারবার বলেছি, এটি একটি উইচ হান্ট। কিন্তু বিজেপি এখনও মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই অভিযোগগুলির যে কোনও ভিত্তি নেই, তা তারা ভালো করেই জানে। তা সত্ত্বেও বিষয়টিকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। কংগ্রেস সাংসদের আরও অভিযোগ, রাহুল গান্ধী যে বিষয়গুলি নিয়ে সরব হয়েছেন, সেগুলি থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে এই প্রচার চালাচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলির মোকাবিলা না করে ব্যক্তিগত অভিযোগকে সামনে আনা হচ্ছে বলেও ইঙ্গিত করেন তিনি।

দলের তরফে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আকোইজাম বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর উপর আস্থা রেখেছে। তাঁর মতে, দলের এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে যে অভিযোগগুলিকে কংগ্রেস গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং তাঁর নেতৃত্বের উপর দলের বিশ্বাস রয়েছে। তিনি বলেন, দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, নেতৃত্ব আমার উপর আস্থা রাখে এবং অভিযোগগুলি যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, সে সম্পর্কে তারা অবগত।

আকোইজামের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংঘাত নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

অসম সাহিত্য সভার নির্বাচন : ১৭ নভেম্বর থেকে ব্যালট বিতরণ শুরু

কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক, গুয়াহাটি : অসম সাহিত্য সভার ২০২৭-২৯ কার্যকালের নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও শাখায় তিন দফায় ব্যালট পেপার বিতরণ করা হবে। ১৯ নভেম্বর এই প্রক্রিয়া শেষ হবে। গুয়াহাটিতে সাহিত্য সভার কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচনী সূচি ঘোষণা করা হয়। সূচি অনুযায়ী, ১৭ নভেম্বর কাছাড়-সহ ১১ থেকে ১২টি জেলায় ব্যালট পাঠানো হবে। ১৮ নভেম্বর বাকি জেলাগুলিতে এবং ১৯ নভেম্বর জোরহাটের চন্দ্রকান্ত সন্দিকৈ ভবন থেকে শেষ দফার ব্যালট পাঠানো হবে।

নিষ্ক্রিয় শাখাগুলির সভাপতি ও সম্পাদকদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে নিজেদের উদ্যোগে ব্যালট সংগ্রহ করতে হবে। ভোটগ্রহণের দিন শাখা কমিটির অন্তত ৫০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। পূরণ করা ব্যালট স্পিড পোস্টে পাঠাতে হবে। নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ জানানোর সুযোগও রাখা হয়েছে।

ত্রিপুরায় মাদকবিরোধী অভিযান, আট একর জমির গাঁজাখেতে কোপ! ধ্বংস ৪৫ হাজার গাছ



কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক, আগরতলা : ত্রিপুরায় বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাল পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তারানগর-নোয়াগাঁও এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় আট একর জমিতে ছড়িয়ে থাকা ৪৫ হাজার গাঁজাগাছ ধ্বংস করা হয়েছে। অভিযানে ত্রিপুরা পুলিশ, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) অংশ নেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর ৪টে থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত সিদ্ধাই থানার অন্তর্গত এলাকায় এই অভিযান চলে। মোহনপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক আশিস দাসগুপ্তের নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেন সিদ্ধাই থানার পুলিশকর্মী, টিএসআর জওয়ান এবং বিএসএফের ১৪০ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

অভিযান চলাকালীন সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোট ১৭টি জায়গায় বেআইনিভাবে গাঁজা চাষের সন্ধান পাওয়া যায়। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সেখান থেকে গাঁজাগাছ উপড়ে নষ্ট করেন। সব মিলিয়ে ধ্বংস হওয়া গাছের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ত্রিপুরায় অবৈধ মাদক চাষ ও তার কারবার রুখতে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। সাম্প্রতিক এই অভিযানকে সেই ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ বলেই মনে করা হচ্ছে।

কাজিরাঙার দুর্ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআরের দাবি গৌরব গগৈয়ের, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সরব কংগ্রেস

কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক, গুয়াহাটি : কাজিরাঙার ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের দাবি তুললেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা জোরহাটের সাংসদ গৌরব গগৈ। দুর্ঘটনার জন্য বেসরকারি ট্রাভেলার মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ঘাটতির দায়েও সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রবিবার জোরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহতদের সঙ্গে দেখা করেন গগৈ। নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র কাজিরাঙার কাছে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটলেও আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ছিল না। দুর্ঘটনাস্থলের কাছাকাছি হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও জরুরি পরিস্থিতিতে যথাযথ চিকিৎসা মেলেনি। একটি নির্মীয়মাণ রিসর্টের নিরাপত্তায় মোতায়েন পুলিশকর্মীরা হাসপাতাল চত্বর ব্যবহার করায় জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

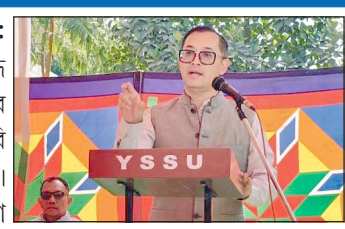


গগৈ বলেন, ট্রাভেলার মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর হলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও এফআইআর হওয়া উচিত। কারণ স্বাস্থ্য পরিষেবার এই দুরবস্থার দায় সরকার এড়াতে পারে না।দ তাঁর দাবি, দুর্ঘটনায় আহত কয়েকজনের অবস্থা এখনও উদ্বেগজনক। তাই জাতীয় সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রগুলির আশপাশে উন্নত জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা এবং হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের দাবিও জানান কংগ্রেস সাংসদ। তাঁর প্রস্তাব, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং যাঁদের পরিবারের সদস্যরা এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, সেই প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হোক।

‘অপারেশন মণিপুর’ শুরুর দাবি বিধায়ক ইমো সিংয়ের

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে সব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি

কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক, ইম্ফল : মণিপুরে লাগাতার হিংসা ও প্রাণহানি বন্ধ করে শান্তি ফেরাতে আর দেরি না করে ‘অপারেশন মণিপুর’ শুরু করার দাবি জানালেন বিধায়ক আর কে ইমো সিং। রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে থাকা বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। আরও প্রাণহানি ও অশান্তি ছড়ানোর আগেই সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছেন এই বিধায়ক।



রবিবার ইম্ফল পশ্চিমের সাগোলবন্দ মইরাং লেইরাক এলাকায় ইয়ং সোশ্যাল সার্ভিস ইউনিয়নের বহুমুখী কমিউনিটি হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দাবি করেন ইমো সিং। রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের সংঘাতের প্রভাব মণিপুরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়ছে। পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে ক্রমশ অবনতি ঘটছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার জন্য রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও ‘অপারেশন মণিপুর’ শুরুর আবেদন জানিয়েছেন বলে জানান তিনি। বিধায়কের বক্তব্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ছাড়া রাজ্যে উন্নয়ন সম্ভব নয়। হিংসা বন্ধ করতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। এই পদক্ষেপ ছাড়া স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা কঠিন। কোনও একটি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য না করে সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁর দাবিতে উঠে এসেছে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন ইমো সিং। তাঁর মতে, মণিপুরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটারদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনস্বার্থে কাজ করতে সক্ষম প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার আহ্বান জানান তিনি। তবে এই বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের পক্ষে ভোট চাওয়ার চেষ্টা করছেন না বলেও স্পষ্ট করেন।

এদিন সাগোলবন্দ কেন্দ্রে উন্নয়নমূলক কাজ এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যোগ্য উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন বিধায়ক। রাজ্য সরকারের ‘গো টু হিলস’ ও ‘গো টু ভিলেজ’ কর্মসূচির আদলে নিজের কেন্দ্রেও একই ধরনের কর্মসূচি চালানোর পরিকল্পনা জানিয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রেখে এলাকার উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন ইমো সিং।

২৪ নভেম্বর থেকে ইম্ফল-শিলচর বিমান পরিষেবা, সপ্তাহে দু’দিন উড়বে অ্যালায়েন্স এয়ার

কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক, শিলচর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে ফের চালু হচ্ছে ইম্ফল-শিলচর বিমান পরিষেবা। অ্যালায়েন্স এয়ার সপ্তাহে দু’দিন এই রুটে বিমান চালাবে বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হয়েছে। প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার চলবে এই পরিষেবা। কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান (উড়ে দেশ কা আম নাগরিক) প্রকল্পের আওতায় ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং বা ভিজিএফের মাধ্যমে এই বিমান পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি তুলনামূলক কম যাত্রী চলাচলের রুটগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর করে তোলাই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, নতুন পরিষেবা চালু হলে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল এবং বরাক উপত্যকার প্রধান শহর শিলচরের মধ্যে যাতায়াত আরও সহজ হবে। বিশেষ করে ব্যবসায়ী, পর্যটক, শিক্ষার্থী এবং জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াতকারী যাত্রীরা উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার উড়ান প্রকল্প চালু করে। দেশের অনুন্নত ও বিমান পরিষেবার আওতার বাইরে থাকা বিমানবন্দরগুলিকে আকাশপথে যুক্ত করা এবং সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে বিমানযাত্রা পৌঁছে দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ফুকেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, অন্তত ১১ জনের মৃত্যু



ব্যাংকক : থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ফুকেটে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সোমবার ভোররাতে পাটং এলাকার একটি চারতলা বাণিজ্যিক ভবনে আগুন লেগে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১৬ জন। মৃতদের মধ্যে আটজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ রয়েছেন। হতাহতদের মধ্যে কোনও বিদেশি পর্যটক নেই বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। মাত্র চার মাসের ব্যবধানে থাইল্যান্ডে ফের এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পর্যটনকেন্দ্রগুলির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর প্রায় ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ ফুকেটের পাটং এলাকার ফাং মুয়াং সাই কোর রোডে ওই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ভবনের সামনের একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে বিস্ফোরণের জেরেই আগুনের সূত্রপাত। ভবনের নিচতলায় থাকা একটি মোটরবাইক ভাড়া ও বিক্রির দোকানে প্রথম আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও চারটি দোকানে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন ধোঁয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন ভবনের বাসিন্দারা। নিচতলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ায় উপরের তলাগুলিতে আটকে পড়েন অনেকে। ঘন ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মৃতদের মধ্যে ১০ জন থাইল্যান্ডের নাগরিক এবং একজন মায়ানমারের বাসিন্দা। আহত ১৬ জনের মধ্যে ১৫ জনই থাইল্যান্ডের নাগরিক। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে বৈদ্যুতিক গোলযোগ বা শর্ট সার্কিটকে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, মাত্র চার মাস আগে ব্যাংককের উপকণ্ঠে একটি বারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থাইল্যান্ডের বার ও নাইটক্লাবগুলির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। এবার ফুকেটের মতো আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্রে এই মর্মান্তিক ঘটনায় ফের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, জরুরি নির্গমন পথ এবং অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামোর কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ডিলিমিটেশন বিল পাশের পথে বিজেপি, লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন জোগাড়ে মোদী-শাহর নতুন অঙ্ক

নয়াদিল্লি : লোকসভায় ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে এবার অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। আগামী নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বিলটি দুই কক্ষেই পাশ করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুটি।



রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শেষ মুহূর্তে বড় কোনও পরিবর্তন না হলে লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন জোগাড়ে সফল হতে পারে শাসক শিবির। বিলটি আইনে পরিণত হলে লোকসভার আসনসংখ্যা বর্তমান ৫৪৩ থেকে বেড়ে ৮৫০ হতে পারে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ এপ্রিল লোকসভায় এই বিলের উপর ভোটাভুটিতে বিজেপি ৩৬২ ভোটের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সেদিন ২৯৪ ভোট পেয়েছিল শাসকপক্ষ। এবার জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন নিশ্চিত করতে গত কয়েক মাস ধরে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলানোর চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি। দলীয় সূত্রের দাবি, তৃণমূল-সহ বিরোধী শিবিরের কয়েকজন সাংসদ এনডিএর দিকে ঝুঁকেছেন। ফলে শাসক জোটের সম্ভাব্য সমর্থন বেড়ে ৩১৯-এ পৌঁছেছে। অন্যদিকে, ডিএমকে ও শরদ পওয়ারের এনসিপির সমর্থন হারালে বিরোধীদের শক্তি আরও কমতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সমাজবাদী পার্টির ৩৭ সাংসদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অখিলেশ যাদবের দল সমর্থন দিলে বিল পাশের পথ অনেকটাই সহজ হবে। তবে উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তিনি বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধা দিতে চাইবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বিজেপির কৌশল হিসেবে বিরোধী সাংসদদের ভোটদানের দিন অনুপস্থিত রাখা অথবা ভোটদানে বিরত থাকার সম্ভাবনাও উঠে আসছে। কারণ উপস্থিত সদস্যদের ভিত্তিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসাব নির্ধারিত হবে। রাজ্যসভাতেও প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড়ে তৎপর শাসক শিবির।

মহারাষ্ট্রের জঙ্গলে ইন্ডিগোর বিমানসেবিকার রক্তাক্ত দেহ, খুনের সন্দেহে আটক বন্ধু

নাগপুর : ছুটিতে বাড়ি ফিরে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল ইন্ডিগোর ৩৫ বছর বয়সি বিমানসেবিকা বর্ষা তুরকরের। গত ১৪ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের গোন্দিয়া জেলার বন্দ্রানী জঙ্গলে নদীর ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। প্রথমে ডাকাতির ঘটনা বলে দাবি করা হলেও পুলিশের সন্দেহ, পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছে তাঁকে। শনিবার বিকেলে বন্ধু রীতেশ অগরওয়ালের সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে যান তিনি। সন্ধ্যায় রীতেশ পরিবারকে ডাকাতির কথা জানালে তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বর্ষাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বর্ষার পিঠে ধারালো অস্ত্রের ক্ষত মিললেও রীতেশের শরীরে কোনও আঘাত না থাকায় সন্দেহ বাড়ে। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

পাক সেনার প্রাক্তন ক্যাপ্টেনকেই বিএলএ-র সর্বাধিনায়ক নিয়োগ, বিদ্রোহে নতুন কৌশল বালোচদের

ইসলামাবাদ : পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরও জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ করল বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। পাক সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন রহমান গুলকে সংগঠনের নতুন কমান্ডার-ইন-চিফ বা সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেছে বালোচ বিদ্রোহীরা। প্রাক্তন পাক সেনাকর্তার হাতে সংগঠনের নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নতুন কৌশল হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, পাক সেনার অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি ও সামরিক কৌশল সম্পর্কে রহমানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইছে বিএলএ।



জানা গেছে, রহমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টে কমিশনড আধিকারিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে সেনাবাহিনী ছেড়ে বালোচ বিদ্রোহে যোগ দেন। বিএলএ-র সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি সংগঠনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পাশাপাশি সংগঠনটির আত্মঘাতী হামলাকারীদের বিশেষ শাখা 'মজিদ ব্রিগেড'-এর প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। এই ব্রিগেড অতীতে পাক সেনা ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর একাধিক প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন প্রাক্তন সেনা আধিকারিককে শীর্ষ নেতৃত্বে বসিয়ে বিএলএ নিজেদের সাংগঠনিক ও সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। পাক সেনার প্রশিক্ষণ, অভিযান পরিচালনা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্পর্কে রহমানের ধারণা বিদ্রোহীদের কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে। যদিও নতুন নেতৃত্বে সংগঠনটির কার্যকলাপে ঠিক কী পরিবর্তন আসবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বালোচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন চলছে। বালোচদের অভিযোগ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজে সমৃদ্ধ এই প্রদেশের সম্পদ ইসলামাবাদ ব্যবহার করলেও স্থানীয় মানুষ উন্নয়ন ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাঁদের আরও অভিযোগ, আন্দোলন দমনে পাক নিরাপত্তা বাহিনী গুম, হত্যা ও নির্যাতনের আশ্রয় নিচ্ছে।

চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিইসি) নির্মাণের পর থেকে এই সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে বলে মনে করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, করিডর ও খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই ইসলামাবাদের অন্যতম লক্ষ্য। অন্যদিকে, পাকিস্তান সরকার বিএলএ-কে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে রহমান গুলের নিয়োগ বালোচ বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।

কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলার বদলা, পাঁচ দিনের মধ্যে খতম দুই লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর : জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তাবাহিনীর বড়সড় সাফল্য। কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় জড়িত দুই লস্কর-ই-তইবা জঙ্গিকে গুলির লড়াইয়ে খতম করল যৌথ বাহিনী। রবিবার কুলগাম জেলার মীর বাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গেছে। তার নাম লতিফ ভাট। নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, ১১ নভেম্বর সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ছিল সে।

উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর কুলগামের একটি চেকপয়েন্টে সিআরপিএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় বাইকে আসা জঙ্গিরা। দুপুর ২টা ১২ মিনিট নাগাদ চালানো ওই হামলায় তিন জওয়ান আহত হন। হামলার পর বাইকে চেপেই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এরপর গোটা এলাকায় সতর্কতা জারি করে জঙ্গিদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়। রবিবার গোপন সূত্রে মীর বাজার এলাকায়



জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে যৌথ বাহিনী অভিযান চালায়। বাহিনীর ঘেরাটোপে পড়ে জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করলে পালটা জবাব দেওয়া হয়। দু'পক্ষের দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াইয়ের পর দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়। এলাকায় আর কোনও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ছটপুজো: অস্তগামী থেকে উদীয়মান সূর্য, ভক্তি ও বিশ্বাসের এক অনন্য লোকপরব

নদীর ঘাটে প্রদীপের আলো, জলে দাঁড়িয়ে সূর্যদেবের আরাধনা, ডালায় সাজানো ফলমূল আর ভক্তদের কণ্ঠে ছটিমাইয়ার গান;ছটপুজো শুধু বিহারের ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি শ্রম, সংযম, প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পারিবারিক বিশ্বাসের এক গভীর সাংস্কৃতিক প্রকাশ।

কেআরসি টাইমস নিউজ ডেস্ক

শহরের কোলাহল যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে ঢেকে যায়, তখন নদীর ঘাটে শুরু হয় অন্য এক প্রস্তুতি। বাঁশের ডালায় সাজানো থাকে কলা, আখ, নারকেল, পেয়ারা, আপেল, ঠেকুয়া-সহ নানা ফল ও প্রসাদ। কারও হাতে জ্বলছে প্রদীপ, কারও কাঁধে পূজার সামগ্রী। ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছেন নারী-পুরুষ, শিশু থেকে বৃদ্ধ। তাঁদের চোখে এক ধরনের গভীর বিশ্বাস, মনে একটাই প্রার্থনা; পরিবারের মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। এভাবেই আসে ছটপুজো।

বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের অন্যতম প্রধান লোকউৎসব ছটপুজো আজ আর কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি বিদেশেও ছড়িয়ে থাকা বিহারি ও পূর্বাঞ্চলের মানুষের কাছে এই উৎসব শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন করে অনুভব করার এক বিশেষ উপলক্ষ। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, সুরাট কিংবা বেঙ্গালুরু; যেখানেই এই সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি, সেখানেই ছটের সময় তৈরি হয় এক পরিচিত আবহ। নদী, পুকুর, জলাশয় কিংবা কৃত্রিম ঘাটে জমে ওঠে ভক্তদের ভিড়। ছটপুজোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর সরলতা এবং কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা। অন্য অনেক উৎসবে মন্দির, পুরোহিত



কিংবা বিস্তৃত আচার-অনুষ্ঠান মুখ্য হলেও ছটপুজোর কেন্দ্রে রয়েছেন উপাসক নিজেই। সূর্যদেব এবং ছটিমাইয়ার উদ্দেশে নিবেদিত এই পরবে প্রকৃতির উপাদান;জল, আলো, মাটি, ফলমূল;বিশেষ গুরুত্ব পায়। সূর্যকে জীবনের উৎস, শক্তি ও প্রাচুর্যের প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

চার দিন ধরে চলে এই উৎসব। প্রথম দিন 'নহায়-খায়'। উপবাসের প্রস্তুতি হিসেবে বাড়িঘর পরিষ্কার করা হয়, স্নান করে শুদ্ধ আহার গ্রহণ করেন ব্রতীরা। দ্বিতীয় দিন 'খরনা'। সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যায় পুজো করে গুড়ের পায়েস, রুটি ও অন্যান্য নিরামিষ প্রসাদ গ্রহণ করা হয়। এরপর শুরু হয় কঠোর উপবাস, যা অনেক ব্রতী প্রায় ৩৬ ঘণ্টা জল না খেয়েও পালন করেন।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ছটপুজোর সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত। নদী বা জলাশয়ের জলে দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন ব্রতীরা। চারদিকে তখন প্রদীপ, ধূপের গন্ধ, লোকগান এবং প্রার্থনার সুর। পরিবারের সদস্যরা ডালা সাজিয়ে ঘাটে আসেন। ছটের গানগুলিতে মিশে থাকে মায়ের কাছে সন্তানের মঙ্গল কামনা, সংসারের সুখ এবং জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা।

পরদিন ভোরে আবার ঘাটে সমবেত হন সবাই। উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ব্রত। রাতের অন্ধকার কাটিয়ে সূর্যের প্রথম আলো যখন জলের উপর পড়ে, তখন সেই মুহূর্ত শুধু ধর্মীয় আচার থাকে না; তা হয়ে ওঠে আশা, পুনর্জন্ম এবং নতুন করে পথ চলার প্রতীক।

ছটপুজোর আরেকটি বিশেষ দিক হল এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকসংস্কৃতি। 'কাঁচি হে বাঁস কে বহঙ্গিয়া', 'উগ হে সূরজ দেব' কিংবা 'কেলওয়া কে পাত পর'; এ ধরনের লোকগান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই উৎসবের আবহ বহন করে চলেছে। আধুনিক সাউন্ড সিস্টেমের ভিড়েও বহু পরিবারে আজও ঘরোয়া পরিবেশে গাওয়া হয় ঐতিহ্যবাহী ছটের গান। এই গানগুলিতে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি উঠে আসে গ্রামীণ জীবন, নদী, কৃষি, পারিবারিক সম্পর্ক এবং নারীর অভিজ্ঞতা।

ছটপুজোয় নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু পরিবারে মায়েরা ও বধূরাই মূল ব্রত পালন করেন। তাঁদের সংযম, নিয়ম মেনে চলা এবং দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে উৎসবের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তবে পুরুষরাও সমানভাবে ব্রত পালন করেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের অংশগ্রহণ এই উৎসবকে ব্যক্তিগত সাধনা থেকে সামাজিক মিলনের পরিসরে নিয়ে যায়।

ছটপুজোর সঙ্গে বিহারের অভিবাসী মানুষের আবেগের সম্পর্কও গভীর। কাজের সূত্রে যাঁরা বহু দূরে থাকেন, তাঁদের কাছে এই উৎসব অনেক সময় নিজের গ্রাম, বাড়ি এবং পরিবারের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। কেউ ছুটিতে বাড়ি ফেরেন, কেউ শহরেই নদীর ঘাটে পুজোর আয়োজন করেন। প্রবাসে থাকা মানুষদের কাছে ছট তাই শুধু ধর্মীয় পরিচয় নয়, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়েরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ছটপুজোর আয়োজন এখন পরিচিত দৃশ্য। গঙ্গার ঘাট, স্থানীয় পুকুর এবং জলাশয়ের পাশে তৈরি হয় অস্থায়ী পূজাস্থল। স্থানীয় প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং পুজো কমিটিগুলি ঘাট পরিষ্কার, আলো, নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। এই উৎসবের মাধ্যমে বাংলার বহুসাংস্কৃতিক সমাজে বিহারি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। একে অপরের উৎসবকে সম্মান জানানো এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্প্রীতির নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়।

তবে ছটপুজোর বিপুল জনসমাগমের সঙ্গে পরিবেশ ও নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িয়ে রয়েছে। নদী ও জলাশয়ে প্লাস্টিক, প্যাকেট, কৃত্রিম সাজসজ্জার সামগ্রী ফেলা হলে দূষণ বাড়ে। তাই পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার, ঘাট পরিষ্কার রাখা এবং বিসর্জন ও পূজার সামগ্রী নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। একই সঙ্গে উপবাস পালনকারীদের শারীরিক সক্ষমতা ও স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা জরুরি।

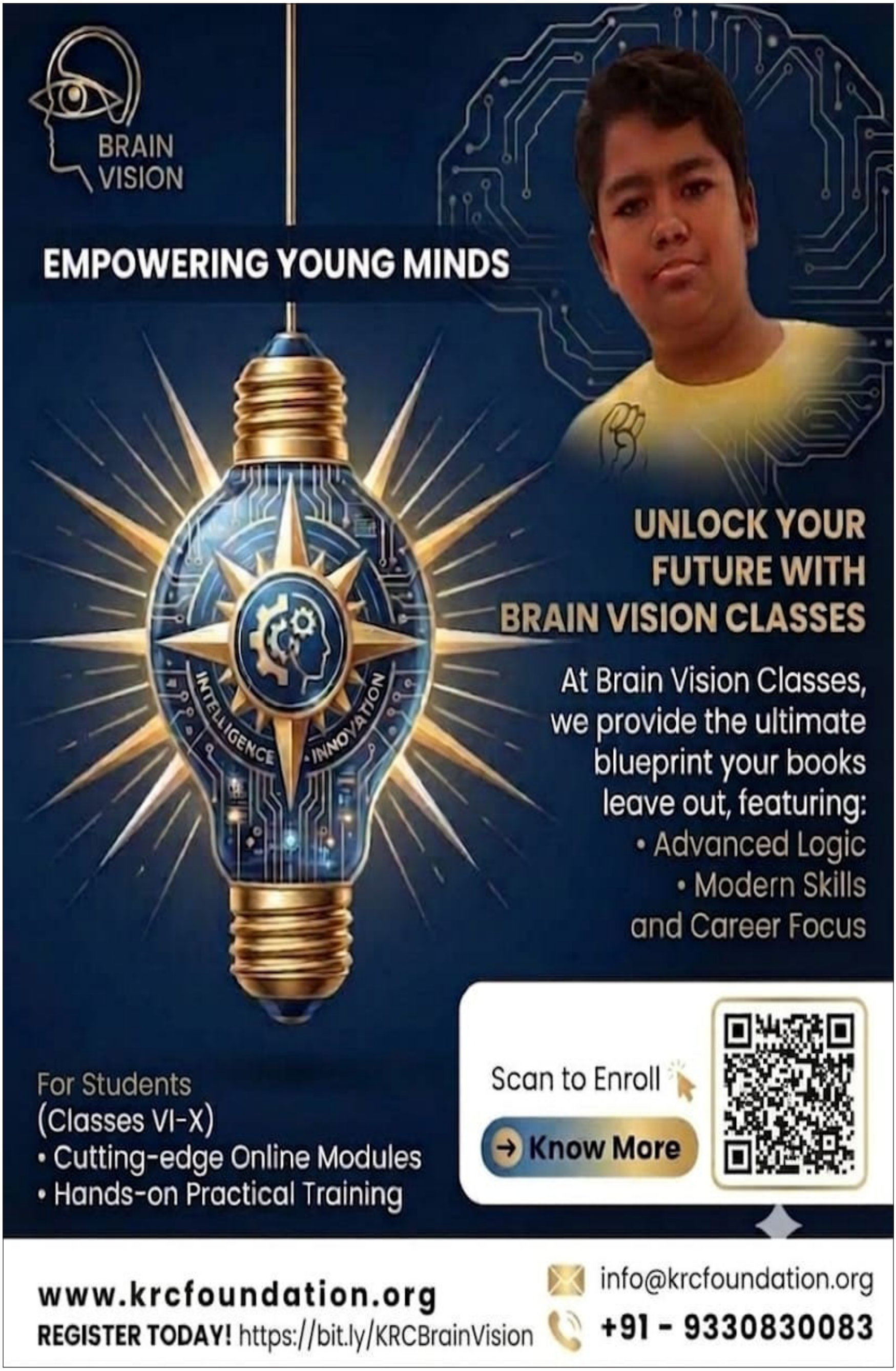
ছটপুজোকে বুঝতে হলে শুধু ধর্মীয় আচার দেখলে চলবে না। এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রমজীবী মানুষের জীবনবোধ, পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং কঠোর সংযমের এক ঐতিহ্য। অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়ার মধ্যে যেমন দিনের অবসানকে স্বীকার করার দর্শন রয়েছে, তেমনই ভোরের সূর্যকে প্রণাম করার মধ্যে রয়েছে নতুন শুরুর প্রত্যয়।

সময়ের সঙ্গে উৎসবের আয়োজন বদলেছে, শহরের ঘাটে বেড়েছে আলোর ঝলক, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ছটের ছবি ও গান। কিন্তু চার দিনের ব্রত, ডালায় সাজানো ফল, জলে দাঁড়িয়ে সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়ার মুহূর্ত;এসবের মূল আবেগ আজও একই রয়ে গেছে। ছটপুজোর সবচেয়ে বড় বার্তা হয়তো এখানেই; জীবনকে টিকিয়ে রাখে যে প্রকৃতি, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়; আর জীবনের কঠিনতম সময়েও বিশ্বাস ও আশার আলো নিভতে দেওয়া যায় না। অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করে আবার উদীয়মান সূর্যের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা; ছটপুজো আসলে সেই চিরন্তন জীবনেরই উৎসব।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard